দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ২১ চৈত্র ১৪১৮
৪ এপ্রিল ২০১২

সিঙ্গাইরে গাজর চাষে নীরব বিপ্লব

মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

সিংগাইরে এবার গাজর চাষে বাম্পার ফলন হয়েছে। সবজির সাথে গাজর চাষ করে এখানকার কৃষক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে। এখানে উৎপাদিত গাজরের রং টকটকে লাল। গাজর চাষ করে এখানকার শত শত কৃষক স্বাবলম্বী হয়েছে। সিংগাইরের গাজরের এমনিই সুনাম। ফলন অধিক হওয়ায় কৃষক খরচের ২/৩গুণ লাভ পাচ্ছেন। এখন গাজরের মৌসুম এবং বাজারজাত প্রায় শেষের দিকে। কৃষক জমি থেকে গাজর উঠিয়ে সেগুলো জলাশয়ের ধারে এনে ধুয়ে পরিষ্কার করে বস্তাবন্দি করে ট্রাকযোগে বাজারজাত করছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। এখানকার গাজর মধ্যপ্রাচ্যেও বাজারজাত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গাজর পরিচর্যায় জলাশয়ের ধারে যেন গাজরের মেলা। অনুকূল আবওহাওয়া ও যথাযথ পরিচর্যার কারণে এবারে গাজরের বাম্পার ফলন হয়েছে বলে কৃষক মনে করেন। তাই গাজর চাষিরা বেজায় খুশি। সিংগাইর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এবার সিংগাইরে ১১শ ৫০ হেক্টর জমিতে গাজর আবাদ হয়েছে। মোট উৎপাদন হয়েছে ৩৭৩৭৫ মেট্রিক টন। যা থেকে কৃষকরা এবার গাজর বিক্রি করে আয় করবে ৩৭ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কাজী মিনহাজ উদ্দিন জানান, গাজর ক্ষেতে যে সার দেয়া হয়েছে পরবর্তী বোরো ফসলে অর্ধেক সার লাগে প্রয়োজনীয় ডোজ থেকে। তিনি আরো জানান, এখানে মূলত গাজরের প্রকারভেদ দুটি। একটি হচ্ছে জাপানের অরেঞ্জ কিং অন্যটি কোরিয়ার নিউ কোরদা। এ গাজর দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সুস্বাদু। গাজর চাষিদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, বাজারে এখন ১৫/২০ টাকা কেজি দরে গাজর বিক্রি হলেও তারা দাম পায় ১০ টাকা। কেননা পাইকারদের কাছ থেকে দাদন নেয়ার সময় এ দর বেধে দেয়া হয়। চাষ, বীজ, সার ও অন্যান্য যাবতীয় খরচসহ প্রতি বিঘায় খরচ হয় ২২ হাজার টাকা। চর আজিমপুর গ্রামের কৃষক শেরআলী জানান, ৯০ শতাংশ জমিতে ৪৩ হাজার টাকা খরচ করে মাত্র ৯০ দিনে ১ লাখ ৩ হাজার টাকা পেয়েছেন। এ ধরনের লাভে তিনি বেজায় খুশি। তিনি আরো জানান, কৃষকদের হাতে পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকায় বাধ্য হন পাইকারদের কাছ থেকে আগাম দাম নিতে। এখন গাজর উত্তোলনের পুরো মৌসুম প্রায় শেষ। গাজর উত্তোলন ও ধোয়া-পরিচর্যার জন্য রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ থেকে শতশত লেবার চলে আসে এ সময়। প্রতিটি লেবার প্রতি বস্তায় মজুরি পায় ৮০ টাকা। সিংগাইর উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গাজর উৎপাদন হয় জয়মন্টপ ইউনিয়নে। এছাড়া সদর ইউনিয়ন, চর আজিমপুর, ধল্লা, সায়েস্তা, জামির্তা এলাকায়ও গাজর চাষ হয়। এ সমস্ত এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে শত শত কৃষক ও জমির মালিক গাজর উঠিয়ে জলাশয়ের ধারে এনে জড়ো করছে। ধোয়ার পর সে গাজর ছালার বস্তার পুরে ট্রাকে করে ঢাকার কারওয়ান বাজার, শ্যামবাজার নিয়ে যাচ্ছে কৃষকরা ফড়িয়াদের কাছে। আবার ফড়িয়ারা এসে সরাসরি কৃষকের জমি থেকে গাজর কিনে নিচ্ছে। প্রতি বছরের তুলনায় এবারো দাম বেশি হওয়ায় কৃষক গাজর বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। আলাপকালে গাজর চাষীরা জানালেন, যদি সিংগাইরে কোল্ডস্টোরেজ থাকতো তাহলে গাজর মজুদ রেখে বেশি দামে বিক্রি করে কৃষকরা আরো লাভবান হতো এবং পেতো ন্যায্যমূল্য।

সিঙ্গাইরে জলাশয়ের ধারে গাজর পরিস্কার করছেন কৃষকরা —ইত্তেফাক